65

দৈনিক সংবাদ

AUG 03 1999
তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

নীরদ চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অক্সফোর্ডে

ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক ও পণ্ডিত নীরদ চৌধুরী আর নেই। ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডে অবস্থিত নিজ বাসভবনে গত রোববার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ১০১ বছর।

গত মাসের ১২ তারিখে নীরদ চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তার শারীরিক অবস্থা যখন উন্নতির দিকে যাচ্ছিল তখন গত মঙ্গলবার হঠাৎ করেই তার স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়ে পড়ে। অক্সফোর্ডের বাড়ির নিজের বিছানায় তিনি শান্তিতে চোখ বোজেন।

নীরদ চৌধুরীর জীবনে আমরা যথেষ্ট বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখতে পাই। বিদেশের মাটিতে বেশ প্রশংসিত হলেও দেশে কিন্তু তার ভাগ্যে ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। তার লেখনি এবং জীবন দর্শনই এর জন্য পুরোপুরি দায়ী।

প্রথম গ্রন্থ 'দ্য অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান' প্রকাশিত হবার পর পরই তিনি সবার নজর কাড়েন। বইটিতে ঔপনিবেশিক ভারতে তার শৈশবকালের প্রগাঢ় স্মৃতির পাশাপাশি ভারতীয় রীতিনীতি, পারিবারিক কাঠামো, বর্ণপ্রথা, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং ভারতীয়দের সঙ্গে বৃটিশদের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে।

'দ্য অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান'-এ ভারতবর্ষে দু'শ' বছরের বৃটিশ শাসনের প্রতি তার সহানুভূতি প্রকাশ করায় তিনি নিজ দেশে অজনপ্রিয় হয়ে পড়েন।

বইটির শুরুতে উৎসর্গপত্রে লেখা কয়েক লাইনেই তিনি বিতর্কের জন্ম দেন। উৎসর্গপত্রে বলা হয়, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যা আমাদের উপর নিজের প্রজাত্ব আরোপ করেছে, কিন্তু নাগরিকত্ব দেয়নি, যদিও ভারতবাসী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, আমরা বৃটিশ নাগরিক, কারণ আমাদের মধ্যে যা কিছু ভালো তার সব কিছুরই উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল এই বৃটিশ শাসনেরই সময়ে।

নীরদ চৌধুরী অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের প্রশংসা করায় ভারতীয়রা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু নীরদ চৌধুরী বলেন, তিনি যে কারণে বৃটিশদের প্রশংসা করেছেন তা তার নিজের দেশে মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধিই করতে পারেনি। গ্রন্থটি প্রকাশের ৫০ বছর পরেও এ ব্যাপারে তার মনে ক্ষোভ ছিল। এ সময়ে বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি ভারতীয়দেরকে নীচ, নির্বোধ ও অশিক্ষিত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এরা তার বিখ্যাত লাইনগুলোর অপব্যাখ্যা করেছে।

বইটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। তার বৃটিশ প্রকাশকেরা ১৯৯৯ সালে বইটিকে পুনর্মুদ্রণ করে এবং বইটিকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত বইটিতে মূল উৎসর্গপত্র বাদ দেয়া হয়।

নীরদ চৌধুরীর বৃটিশ প্রীতির কারণে সমালোচকরা তাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ সমর্থক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

নব্বুই বছর বয়সে তিনি আরেকটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এক হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থটির নাম 'দাই হ্যাণ্ড, গ্রেট অ্যানার্ক'।

তিনি যখন তার সর্বশেষ প্রবন্ধ গ্রন্থ 'থ্রী হর্সমেন অফ দ্য নিউ অ্যাপোক্লিপস' রচনা করেন যখন তার বয়স ৯৯ বছর। বইটিতে তিনি ভারতের 'ব্যর্থ নেতৃত্বকে' অভিযুক্ত করেন এবং নিজের শেষ বয়সে যে দেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেই ইংল্যাণ্ডের সমালোচনা করেন। অক্সফোর্ডে ৩০ বছর বসবাসের পর তিনি মন্তব্য করেন যে, ইংল্যাণ্ড এখন আর 'ইংল্যাণ্ড' নামের যোগ্য নয়।

নীরদ চৌধুরী জীবনভর তার উদ্ভট খেয়ালের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। নয়াদিল্লি শহরের পুরনো অংশে বসবাসকালে তিনি পশ্চিমা ধাঁচের কেতাদুরস্ত সুট এবং কালো রংয়ের শক্ত গোলটুপি পরে রাস্তায় হাঁটতেন। কিন্তু সত্তর বছর বয়সের দিকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইংল্যাণ্ডে চলে আসার পর তিনি নিজের বাড়িতে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর সময় স্বদেশী ধুতি পরতেই বেশি পছন্দ করতেন।

কৃষ্ণা বোস নামে তার এক আত্মীয় লিখেছেন যে, ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে যখন তিনি নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে থাকতেন, তখন নীরদ চৌধুরী তাকে বলেছিলেন যে, কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলে আমি প্রথমেই প্লেটোর সম্পর্কে কথাবার্তা দিয়ে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করতাম। প্লেটো সম্পর্কে এমনভাবে আলাপ জুড়ে দিতাম যেন তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকটি যদি এসব বকবকানি সহ্য করতে পারতেন তবে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হতেন।

নীরদ চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৭শে নভেম্বর, বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায়, তার বাবা ছিলেন স্থানীয় আইনজীবী, মা অক্ষরজ্ঞানহীন মহিলা।

একশ একতম জন্মদিনের অল্প কিছুদিন পর নিজের অক্সফোর্ডস্থ অ্যাপার্টমেন্টে নীরদ চৌধুরী ছোটবেলাকার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেন, হাতিদের সঙ্গে একই পুকুরে স্নান করার ঘটনা, সেই কিশোরগঞ্জের কোন ঘটনাই আমি ভুলিনি।

সরকারি আমলা হয়ে তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে কলকাতা চলে যান। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সম্প্রচারক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার হয়ে তিনি ১৯৪২ সালে দিল্লি চলে যান। স্থায়ী কিছু না রেখেই তিনি মারা যেতে পারেন এমন আশংকায় তিনি দিল্লিতে আসার পাঁচ বছর পর আত্মজীবনীমূলকগ্রন্থ লেখা শুরু করেন।

তার প্রথম গ্রন্থটি সমালোচকদের প্রশংসা পাবার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রিত হন। ইংল্যাণ্ড সফরের উপর ভিত্তি করে পরে তিনি 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড' নামে একটি বই লেখেন। ১৯৭০ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন।

১৯৩২ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী অমিয়া ১৯৯৪ সালে মারা যান। মৃত্যুকালে নীরদ চৌধুরী তিন ছেলে ধ্রুব, কীর্তি এবং পৃথ্বীকে রেখে গেছেন।

নীরদ চৌধুরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কবে হবে তা এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

□ এপি অবলম্বনে